নাতনীর চোখে পিকাসো

মনোজ ঘোষ

পৃথিবীর মানুষের কাছে পিকাসো এক মহান শিল্পী। কিন্তু পরিবারের লোকেদের কাছে তিনি কেমন ছিলেন? অদ্ভুত হলেও সত্যি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে পরিবারের সবাইকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হত। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত ম্যারিনা পিকাসোর My Grandfather বইটিতে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যার মধ্যে পিকাসোকে তাঁর পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অবকাশ নেই। কি সেই নিরীক্ষণ? ম্যারিনা পিকাসোর এই আত্মকথায় তাঁর একটা রূপরেখা ফুটে উঠেছে। পিকাসোকে তিনি কখনো মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। অনেকবার চেষ্টা করেছেন, সফল হননি। কিন্তু সব কিছু ভেঙে পড়ার পরও আঘাত পাননি। ম্যারিনার নিজের মুখেই শোনা যাক তাঁর ঠাকুর্দার কথা।

নভেম্বর, ১৯৬৫। সে দিনটা ছিল এক বাদলা বেস্পতিবার। আমার হাত ধরে বাবা এসেছিলেন। আমাদের নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এসে দক্ষিণ ফ্রান্সের কাছে আমাদের ঠাকুর্দার বাড়ি ''লা ক্যালিফোর্নির'' গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমার ভাই পাবলিতো সঙ্গে ছিল। তখন আমি ছয় পেরিয়েছি আর পাবলিতোর এক বছর বেশি। বাবা গেটে কলিং বেল টিপলো। এই অপেক্ষা করার সময়টা আমার কেমন ভয় করতো। বাড়ির ভেতর থেকে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর দরজার চাবি খুললো। লা ক্যালিফোর্নির কেয়ারটেকারের দেখা পাওয়া গেল। অনেক বছর চাকরির জীর্ণতা ও ক্লান্তি তাঁর শরীরে ছায়া ফেলেছে। তিনি আমাদের তিনজনকে ভালো করে দেখলেন। তারপর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁশিয়ো পল, আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?'

'হ্যাঁ', বাবা নিচু স্বরে উত্তর দিল। তখন বাবা আমার হাত ধরে ছিল না। তাই বাবার হাতের তালু কতটা ভিজে ছিল তা অনুমান করতে পারিনি।

'ভালো কথা, আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখি কর্তা আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন কি না?' এই কথা বলে কেয়ারটেকার ভেতরে চলে গেল, তাঁর পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যে পথ ধরে আমরা বাড়ির গেট পর্যন্ত এলাম তার দু'ধারে সার দেওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা থেকে সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল। দূরে একটা কুকুর ডাকছে। ও নিশ্চয়ই লাম্প– ঠাকুর্দার পোষা শিকারী কুকুর। ল্যাম্প পাবলিতো আর আমাকে পছন্দ করে। সে চাইছিল আমরা ওকে আদর করি। পাবলিতো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাতে হয়তো ও নিজেকে কম একা মনে করছিল আর ভাবছিল হয়তো আমিও স্ফূর্তিতে থাকবো। বাবা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরালো। বাবার আঙুলগুলোতে নিকোটিনের দাগ হয়ে গেছে। হালকা বৃষ্টিতে আমাদের চুলে জট পড়ে যাচ্ছিল।

দরজার চাবি আবার খুললো আর লোলচর্ম কেয়ারটেকার বেরিয়ে এলেন। নিরুৎসাহ চোখে শেখানো কথাগুলো তিনি বলে গেলেন, 'কর্তা আজ আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। মাদাম আমাকে আপনাদের বলতে বললেন কর্তা এখন কাজ করছেন।' কেয়ারটেকারকে লজ্জিত মনে হচ্ছিল।

'কর্তা কাজ করছেন', 'কর্তা ঘুমোচ্ছেন', 'কর্তা এখন নেই' –এই ধরনের কত কথা কতবার যে আমাদের শুনতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জ্যাকলিন রোজ, যিনি শিগগির ঠাকুর্দার দ্বিতীয় স্ত্রী হবেন। একদিন বললেন, 'সূর্য চায় না কেউ তার সঙ্গে এখন দেখা করে।' সূর্য ছাড়াও পিকাসো সম্বন্ধে তিনি 'মঁশিয়ো বা 'গ্রাঁ মেতর' (বড় কর্তা) শব্দগুলোও ব্যবহার করতেন। যে দিনগুলোয় আমাদের জন্যে লা ক্যালিফোর্নির দরজা খোলা থাকত সেই সব দিনে নুড়ি বেছানো পথ পার হয়ে বাবার পেছন পেছন আমরা বাড়িতে ঢুকতাম। দেখতাম ছড়ানো আছে ছবির ইজেল, ভাস্কর্য, আফ্রিকান মুখোশভরা বাক্স, পুরনো খবরের কাগজ, টিনের পাত্র, চিনেমাটির টালি, দেয়ালে আঁটকানো ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি, বিভিন্ন ড্রইং এবং জ্যাকলিনের পোট্রেট। এই বিশৃঙ্খল তালগোল পাকানো দৃশ্যপটের সামনে আমাদের আবার অপেক্ষা করতে হত। বাবা নিজেই গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে প্রায় এক চুমুকেই শেষ করতো। পাবলিতো একটা চেয়ারে বসতো, পকেট থেকে খেবলান বার করে খেলার চেষ্টা বা ভান করতো।

জ্যাকলিন কখন যেন ঘরে ঢুকে আমাদের বলতেন, 'আওয়াজ করো না, কোন কিছুতে হাত দিও না। সূর্য এখনি নিচে নামবেন।' আমার ঠাকুর্দার ছাগল এসমেরেলদা জ্যাকলিনের পেছন পেছন ঘরে ঢুকতো। এসমেরালদা যা চাইতো তাই করতে পারতো। সারা বাড়িতে তিড়িং বিড়িং নেচে বেড়াতো, আসবাবের উপর শিং দুটোর শক্তি পরীক্ষা করতো, পিকাসোর ক্যানভাসের ওপর মলত্যাগও করতো।

প্রায় আকস্মিক হাসি আর হৈ চৈ -এর মধ্যে ঠাকুর্দার নাটকীয় প্রবেশ ঘটতো। ওঁকে আমি ঠাকুর্দা বলতে চাইতাম। কিন্তু আমাদের সেভাবে সম্বোধন করতে দেওয়া হত না। আমাদের এমনকি আমাদের বাবাকেও অন্যদের মতো তাঁকে 'পাবলো' বলে ডাকতে হত।

ঠাকুর্দা কাছে এগিয়ে এলে বাবা তাঁকে বলতো, 'হ্যালো পাবলো, ভালো ঘুম হয়েছে তো?' পাবলিতো আর আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরতাম। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে তিনি মৃদু আঘাত করতেন যেমন করে একজন ঘোড়ার ঘাড়ে চাপ মারে। 'এই যে ম্যারিনা, তোমার নতুন খবর কি? দুষ্টুমি করোনি তো? আর পাবলিতো, তোমার স্কুল কেমন হচ্ছে?' এই সব শূন্য প্রশ্নের উত্তর হয় না। আমরাও চুপ করে থাকতাম। আমাদের একটা ঘোর লাগত। এখানে ইচ্ছেমত তিনি আমাদের পোষ মানাতেন।

যে ঘরে ঠাকুর্দা ছবি আঁকতেন সেখানে আমাদের নিয়ে যেতেন। অনেকগুলো ঘরের মধ্যে যখন যে ঘরটায় তাঁর আঁকতে ইচ্ছে করতো সেটাই তখনকার মত হতো স্টুডিও। সেখানে আমাদের উপর কোন নিষেধ থাকত না। তাঁর আঁকার তুলিগুলো আমরা ছুঁতে পারতাম, তাঁর নোটবইতে ছবি আঁকতে পারতাম। এমনকি আমাদের মুখে পেন্টের আঁচর লাগাতেও পারতাম। তখন আমাদের খুব মজা লাগতো। কখনো তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, 'আমি তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেব।' তারপর নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে সেটাকে অনেকগুলো ভাঁজ করে একটা কুকর বা ফুল করে দেখাতেন। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করতেন, 'এটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে?' পাবলিতো কোন উত্তর দিত না। আমি একটু আড়ষ্টভাবে বলতাম, 'ওটা...চমৎকার।' জিনিসটা আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে চাইতাম। কিন্তু আমরা অনুমতি পেতাম না। এ যে পিকাসোর কাজ!

লা ক্যালিফোর্নিতে আমরা যে সময়টা কাটাতাম ঠাকুর্দার সঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোর ধারাবাহিকতা ভাঙতে বাবা সাহস করতো না। ঘরের মধ্যে একা একা পায়চারি করতে করতে বাবা মদ খেয়েই চলতো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বাবাকে ঠাকুর্দার মুখোমুখি হতে হবে। বলতে কষ্ট হয়। ঠাকুর্দার কাজ করে দেবার জন্য বাবা তাঁর কাছে রুটিনমাফিক সাপ্তাহিক বরাদ্দ চাইতো। ঠাকুর্দা বাবাকে তাঁর গাড়ির ড্রাইভারি, ছোটবড় রকমের কাজ এবং যখন তখন ইচ্ছেমত পুতুলের মতো চালনা করতে পছন্দ করতেন।

ঠাকুর্দা যখন টেবলে এসে বসতেন আমরা এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তাঁর সামনে টেবলের উপর হালকা খাবারের অবশিষ্ট পড়ে থাকতো। হয়তো আমরা যখন বাগানে খেলা করতাম তখন সেগুলো তাড়াতাড়ি তিনি খেয়ে থাকবেন। আমাদের তখন খুব ক্ষিদে পেত। শুকনো ফল ভর্তি একটা সাজিতে আমরা উঁকি দিচ্ছি দেখে তিনি হাসতেন। সাজি থেকে তিনি খেঁজুর আর ডুমুর বার করে তাঁর পকেট থেকে ছুরি নিয়ে সেগুলো আড়াআড়ি করে কাটতেন। তারপর আখরোট ভেঙে ভেতরের অংশটা খেঁজুর ও ডুমুরের মধ্যে আঙুল দিয়ে চেপে দিতেন যতক্ষণ না অর্ধেকভাব দুটো জোড়া লেগে যেত। তারপর আমাদের কাছে ডাকতেন। আমরা চোখ বুজে মুখটা হাঁ করে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়াতাম। সম্পূর্ণ খেঁজুর বা ডুমুর তিনি আমাদের মুখে ঢুকিয়ে দিতেন। আমার স্মৃতি বিশ্লেষণ করে দেখেছি ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে আখরোট ভরা ঐ খেঁজুর ও ডুমুর ছাড়া ঠাকুর্দার কাছ থেকে আমরা আর কিছুই পাইনি। পরে জেনেছিলাম আখরোট পোরা খেঁজুর আর ডুমুরকে বলে mendiants (ভিখারীর খাবার)।

আমার বাবা শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেত। ঘরের একটা নির্জন কোণে তাদের দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ প্রায় চুপি চুপি কথা হত। ছ ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ অতিকায় অক্ষম পুত্রের সঙ্গে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির ধনসম্পদ রক্ষাকারী বামনভূতের মত তার সর্বশক্তিমান পিতাকে দেখে মনে হত যেন এক হেরে যাওয়া দৈত্য আর তার উপাস্য দানব। ঠাকুর্দা পকেট থেকে একদলা নোট বার করতেন। বাবা ভীষণ লাজুকভাবে সেই নোটগুলো নিয়ে ঠাকুর্দাকে বলতো, 'ধন্যবাদ, পাবলো।'

আমার ঠাকুর্দার উত্তর ছিল তাৎক্ষণিক, 'তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে পালন করতে পারো না। তুমি নিজের খরচ চালাবার মত উপায় করতো পারো না। তুমি কোন কর্মের নও। তুমি মাঝারিমাপের আর চিরকাল তাই থাকবে। তুমি শুধু আমার সময় নষ্ট করতে আসো।'

পিকাসোর যে গাড়ি চালিয়ে বাবা তাঁকে নানা জায়গায় নিয়ে যেত সেই ওল্ডমোবাইলের পেছনে বসে আমরা লা ক্যলিফোর্নি ছেড়ে যেতাম। আয়নায় দেখতাম বাবার চোখদুটো কেমন যেন শূন্য, হতাশ, বেপরোয়া দৃষ্টি। বাবাকে আমি কখনো হাসতে দেখেনি। লা ক্যালিফোর্নিতে যখন সবকিছু ভালোমত চলতো তখন বাবাকে কোন মজার কথা বলতে শুনেছি, উত্তেজিত হতেও দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ছিল না। পিকাসোর মন বুঝে তাঁকে খুশি করার জন্যেই বাবা এরকম করতো। বাবার নিজের কোন ইচ্ছা ব্যবহার করেন, তাকে বিধ্বস্ত করেন, তাচ্ছিল্য করেন, নিদারুণ অবজ্ঞায় অবনমিত করেন; যিনি এমন এক উদ্ধত পিতা যাঁর পক্ষে রেস্তোরার চল্লিশজনের বিল মেটানোর জন্যে টেবলক্লথের উপর একটা সই করাই যথেষ্ট। যিনি জাঁক করে বলতে পারতেন তাঁর আঁকা তিনটি ছবির বিনিময়ে তিনি একটা বাড়ির মালিক হতে পারেন।

আমার বাবা পিকাসোর প্রথম স্ত্রী ওলগা কোকলোভার সন্তান। শৈশবে খুব আদরে মানুষ হলেও বড় হয়ে বাবার পিকাসোর কাছে কোন মূল্যই ছিল না। অনেকটা মুক অভিনেতার মত বাবা পিকাসোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। বাবা বুঝে গিয়েছিলেন তাকে কখনো বড় বা পরিণত হতে দেওয়া হবে না। অনেকদিন ধরেই বাবা মোটরসাইক্ল টেস্ট ড্রাইভার হবার স্বপ্ন দেখেছে। দুর্ধর্ষ গতি, তীব্র আওয়াজ, ৪৫ ডিগ্রি বাঁক নেবার উত্তেজনা আর দু'চাকার ঘূর্ণিতে রেসের বিপদ বাবাকে প্রমত্ত করে তুলতো। নর্টন ম্যাস্ম্ক্ মোটারসাইকেলে বাবা ঠাকুর্দার সার্বভৌমত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করে শেষপর্যন্ত আর একজন পিকাসো হতে পারতো। কিন্তু এক পরিবারে দুজন পিকাসো থাকার কল্পনা করা অসম্ভব– সে হবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব অমান্য করার অপরাধ। পিকাসো বাবাকে বলেছিলেন 'এই বোকামি ছাড়তে আমি তোমাকে আদেশ করছি। এ আমার নির্দেশ। আমি চাই না তুমি আত্মঘাতী হও। গাড়ি খুব জোরে চললে আমি ভয় পাই।' তিনি আরো বলেন, 'এ বিষয়ে আমি আর কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি হচ্চো এক বুর্জোয়া আনার্কিষ্ট আর সেই সঙ্গে অকর্মা ও অযোগ্য।'

বাবা ওল্ড্সমোবাইল চালিয়ে এসে থামলো গল্ফজুয়া গ্রামের সমুদ্রতট বরাবর। সেই গ্রামে মার সঙ্গে আমি আর আমার ভাই থাকতাম। বিয়ের আগে আমার মার নাম ছিল এরিলিয়েন লোত। আমার বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার পর মাদাম পিকাসো হয়ে প্রথমে মা বেশ গর্ব অনুভব করতো। প্রায় ছ বছর হল মার সঙ্গে বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মিনিস্কার্ট পরে মা দাঁড়িয়েছিলো। আমাদের দেখে বললো, 'মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। রান্নাঘরে যাও, পাস্তা আর অর্ধেকটা আপেল পাবে।'

বাবাকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই আমরা ভেতরে চলে গেলাম। আসলে বাবা-মার কথাবর্তার মধ্যে আমরা থাকতে চাইতাম না। সাধারণত কয়েকটা কথা বলার পরেই তাদের গলা সপ্তমে উঠতো। বাইরের বসার ঘরে বাবার কাছ থেকে সাপ্তাহিক বরাদ্দ নেবার পর মা বলতে শুরু করলো, 'কি' এই কটা ফ্রাঁ মাত্র পেলে? কি করে আশা করো এতে আমি আর দুটো বাচ্চা চালাতে পারবো? তোমার পিকাসোর তো কিছুই যায় আসে না। নাতি-নাতনী না খেয়ে থাকলে তাঁর কি এলো গেলো? তুমি কি তাঁকে বলেছিলে ম্যারিনার একটা শীতের পোষাক দরকার? তোমার ছেলের এক জোড়া জুতো না হলেই নয়? তুমি কি তাঁকে জানিয়েছিলেন আমরা কিভাবে বাস করি? তুমি কি সত্যি বলেছিলে? এর পরেই কোমরের নিচে নির্দয়ভাবে ঘুঁসি মারার মতো মা বাবাকে বললো, আমি জানি তুমি যা পকেটে পুরেছো তা থেকে কাফেতে তোমার ধার মেটাবে আর বন্ধু সাগরেদদের সঙ্গে বসে মদ গিলবে।'

বাবার উত্তর কিছু ছিল অন্যায্য, ঝোড়ো আর বর্বরোচিত; 'আমি কি করি সেসব তোমার দেখার কথা নয়। এখন বুঝতে পারি পাবলো কেন তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি পুরোদস্তুর খেপা উন্মাদ।'

রান্নাঘরে পাবলিতো আর আমি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আপেল চিবোতে চিবোতে ফুঁপোতে লাগলাম। বাবা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মা আওয়াজ করে দরজাটা বন্ধ করলো, তারপর একটা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগল। মার মুখটা কুঁচকে যাচ্ছিল, মাস্কারা চিবুক বেয়ে চোখের জলের সঙ্গে গড়িয়ে পড়ছিল। খানিকটা ধাতস্থ হবার পর মা আমাদের কাছে ডাকলো। তাঁর চোখে তখন অলৌকিক মৃদু হাসি।

'ঠাকুর্দার কাছে কেমন কাটালে?' মা জিজ্ঞেস করলো।

এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। কিছু বলাই বিপজ্জনক।

'তোমাদের একটা প্রশ্ন করেছিলাম।' মা উত্তরের জন্য জেদ করলো।

পাবলিতো প্রায় ফিস ফিস করে বললো, 'ভালো, বেশ ভালোই কাটলো।'

'তিনি কি আমার কথা জানতে চাইলেন?'

পাবলিতোর সতর্ক উত্তর 'একটু একটু। জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেমন আছো।'

'এইটুকু?'

'হ্যাঁ, এইটুকুই।' পাবলিতো বললো।

'ও', প্রায় হৃদয়বিদারী স্বরে মা বলতে শুরু করলো, 'ঐ বেজন্মা ঠিক করেছে আমাকে সবকিছু থেকে বাইরে রাখবে। ও ভেবেছে অর্থ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ রাখবে। কিন্তু আমাকে ও আটকাতে পারবে না। আমি বলবো আমাকে হেনস্থা করার জন্যে ও সবকিছু করেছে। তোরা যদি সেই সময়টা দেখতিস যখন এখানে এই গল্ফ-জুয়াঁয় ওতেন দ্য লা প্লাজের চত্বরে আমাকে হাঁটতে দেখে ও আমার কাছে ঘুরঘুর করতো আর বলতো আমি কত সুন্দরী...।' মার এধরনের সব কথাবার্তা নেহাতই পাগলামি আর বাগাড়ম্বরে ভরা। মা যাইক বলুক পিকাসো কিন্তু মার জীবনে ছিলেন এক প্রভাবশালী পুরুষ। মায়ের সবকিছু ছিল পিকাসোকে ঘিরে। মার সব চিন্তাভাবনাকে তিনি রঙিন করে তুলতেন। দোকানীর সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, এমকি পথে সদ্যপরিচিত কোন লোকের সঙ্গেও পিকাসোই ছিলেন মার একমাত্র বিষয়। এ ধরনের কথাবার্তার সময় মার কাছে থাকতে আমার ভয় করতো। বিশেষ করে পিকাসোর আঁকা নিয়ে মা যখন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতো তখন আমার হৃৎপিন্ড সেঁধিয়ে যেত। পিকাসোর কাজের তালিকা বা ছোট পুস্তিকা ছাড়া মা প্রায় কিছুই দেখেনি।

মা একবার ঠাকুর্দাকে আদালতে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে। তাতে ঠাকুর্দা মায়ের উপর চটে যান। তিনি কয়েকজন আইনজীবিকে মার বিরুদ্ধে লাগালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মার কাছ থেকে আমাদের দুই ভাইবোনকে বার করে নিয়ে কোন বোর্ডিং স্কুলে ঢোকানো। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মা রাজি হয়নি। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে মা এক তুমুল কান্ড বাঁধিয়ে তোলে। ছেলেমেয়েকে বাঁচানোর জন্যে নিজেকে একজন ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের নায়িকা বানিয়ে তোলে। মা আমাদের বলতো, 'পিকাসো তাঁর কাছে তোমাদের রাখার ব্যবহথা করতে পারেন না। বড়লোকদের প্রাইভেট স্কুলে তিনি ঢোকাতে চান।' 'বড়লোকের প্রাইভেট স্কুল' কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে খুব আলোড়ন তুলেছিল, মনে হত যেন খারাপ কিছু। তারপর নির্মমভাবে মা বলতো, 'তোমাদের দুজনকে তিনি আলাদা করে দিতে চান। পাবলিতো, তুই শেষ পর্যন্ত স্পেনে থেকে যাবি আর ম্যারিনা, তুই তাঁর সাধের কমুনিস্টদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে পচবি। তোদের মধ্যে আর কখনো কথা হবে না।'

অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মা কোনরকমে শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। আমরা দুজনে মার কাছে থেকে যাই। স্থির হয়, আমাদের দুজনের থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনা দেখাশোনর জন্য একজন সমাজসেবীকে নিয়োগ করা হবে। পিকাসো-ভাইরাসে আক্রান্ত না হলে আমার মা একজন যথার্থ মর্যাদাপূর্ণ মহিলা হতে পারতো। লিওঁতে এক বুর্জোয়া প্রটেস্টান্ট পরিবারে মার জন্ম হয়। এই পরিবারে ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি, শান্তি ও রক্ষণশীলতার পরিবেশ। মাটির পাত্রের স্টুডিওর জনৈক মালিকের সঙ্গে মা ঘর ছাড়ে। গল্ফ-জুয়ায় তারা একটা ফ্লাট কেনে। বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই প্রচন্ড ঝগড়াঝাঁটির ফলে তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরে সমুদ্রের ধারে বাবার সঙ্গে মার দেখা হয়। ভালোভাবে বাঁচবে, এই আশা নিয়ে বাবাকে মা বিয়ে করলো, কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত।

বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর মা অনেক লোকের সঙ্গে ঘুরেছে। তাদের মধ্যে এমন অনেক ছিলেন যারা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। মা তাদের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করতো। গ্রীষ্মে সমুদ্রের ধার থেকে আর শীতে শুঁড়িখানা থেকে মা তাদের তুলে নিয়ে আসতো ঘরে। আমি এখনো মনে করতে পারি আমার কি ভিষণ লজ্জা লাগতো যখন দেখতাম মা ব্রিলডার বা গোল্ড-লীলে বিকিনি পরে সমুদ্রতটে আসতো তার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের ছোট কোন অ্যাডোনিসের কাঁধে ভর দিয়ে। আমি তখন উদ্ভিন্নযৌবনা, নিজেকে কি হৃতমান লাগতো যখন মা আমার চেয়ে হয়তো সামান্য বড় কোন যুবকের সঙ্গে মিনিস্কার্ট পরে আসতো ছাত্রী, শিক্ষিকা ও বাবা/মা মিটিং-এ যোগ দিতে। এ ধরনের সব পুরুষ অস্বাভাবিক লম্বা চুল নিয়ে, ফুল আঁকা সার্ট আর ছেঁড়া জিনস্ পরে আমাদের বাড়িতে আসতো। তাদের কেউ গীটার বাজাতো। অন্যেরা বিয়ার বা হুইস্কি সোজা বোতল থেকে গলায় ঢালতো। মা যখন তাদের সঙ্গে একা থাকতে চাইতো তখন আমাদের দুজনকে ভেতরে চলে যেতে বলতো।

কোনদিন রাত্তিরে পাবলিতো আর আমি শুয়ে পড়েছি। শীতে গরম থাকার জন্যে কম্বল মাথামুড়ি দিয়ে আছি। দরজার ওপার থেকে হৈ চৈ কানে আসছে।

'ফিলিপ, এসো, আমাদের জন্যে কিছু একটা বাজাও।' ওটা লিলির গলা, আমাদের নিচের তলার প্রতিবেশী, মার বন্ধু।

খুব তীক্ষ্ণ বেসুরো গীটার অস্বাভাবিক উঁচু সুরে বাজতে থাকে, ঘ্যানঘ্যান নাকী স্বরে কিং কোলের গান 'দেয়ার ওয়াজ এ বয়, এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ, নেচনটেড বয়...' একজন গাইতে থাকে। 'আর একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে কি ভালো হয় না? প্লামেনকো হলে কেমন হয়? ফ্লামেনকো সুরটা পাবলোর খুব প্রিয়।' অবশ্যই মার গলা।

মা বলতো, 'পাবলো গীটার শুনতে পছন্দ করেন। পাবলো এটা ভালোবাসেন, ওটা ভালোবাসেন।' কিংবা 'পাবলোর পুত্রবধূর সঙ্গে এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।'

অথবা 'আমি এ সবই দেখেছি, আমি এসব জানি। আমি পিকাসো পরিবারের।'

এভাবে মা তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদ খেতো, বিয়ারের ফোয়ারা ছোটাতো। মার বন্ধু লিলি আর মার অশ্লীল কর্কশ হাসি আর সেইসঙ্গে অন্যদের মস্করা শুনতে আমাদের অসহ্য লাগতো।

সকাল সাতটা। পাবলিতো আর আমি ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। মা তখনো ঘুমে অচেতন। রান্নাঘরের টেবলটা গ্লাস, বোতল, সিগারেটের টুকরোতে উপচে পড়া অ্যাশট্রেতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আমরা মুখ বুজে টেবল পরিষ্কার করি, স্পঞ্জ দিয়ে অয়েলক্লথ মুছে দিই, আর্বজনার বাক্সে খালি বোতল, সিগারেটের টুকরোগুলো ফেলে দিই। আমরা চাইতাম মা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুক। বাবা

আমাদের দেখে হাসুক আর ঠাকুর্দা আমাদের ভালোবাসুক। তাদের কাছে যাতে বোঝা হয়ে না উঠি সেজন্যে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করতাম।

মার জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করার সময় আমরা খুব ভয় করতো। একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে দেশলাইকাঠি দিয়ে পুরোনো গ্যাস স্টোভে আগুন জ্বালিয়ে জল গরম করতাম। মার বিশেষ কাপে জল ঢালার সময় ছেঁকা খাওয়ার ভয় থাকতো। তবু চা করে মার কাছে নিয়ে যেতে আমাদের ভালো লাগত। মার ঘরে গিয়ে দেখতাম মা তখনো ঠিকমত চোখ খুলতে পারছে না। 'এখন নয় সোনা', মা কখনো বলতো, 'আমার শরীর ঠিক নেই, আর একটু ঘুমোতে হবে।' তখন আমরা বুঝতে পারতাম না বেশি মদ খেলে মার সমস্যা হত, সারাদিন মাথা ধরে থাকতো। 'কি হয়েছে?' আমরা জিজ্ঞেস করলে মা একবার বলেছিল, 'ছোটবেলায় আমার যক্ষা হয়েছিল।' আর একবার বলেছিল, 'আমার প্যাঙ্কিয়াস আবার অ্যাকটিভ হয়েছে।' তখন আমরা পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতাম যাতে মার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। মাকে সেই অবস্থায় রেখে আমরা স্কুলে চলে যেতাম।

বেশ কিছুদিন বাবার কোন খবর নেই। একদিন গল্ফ-জুয়াঁর এক পানশালা লা ফ্রেগাতে বাবা আমাদের দু'ভাইবোনকে দেখা করতে ডাকলো। পাবলিতো আর আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম বাবা বসে আছে। একটা সিগারেট খাচ্ছিল। বাবার সামনে রাখা একটা অ্যাশট্রে সিগারেটের টুকরোতে উপচে পড়ছে। আঙুলের শব্দ করে ওয়েটারকে ডেকে বাবা অর্ডার দিল 'একটা গরম চকোলেট আর একটা কোক।' চকোলেট আমার জন্যে, কোক পাবলিতোর।

বাবা বললো, 'স্কুলে সব ঠিকঠাক চলছে তো? তোমাদের বেশ ভালো দেখাচ্ছে।' তারপর রীতিমাফিক হাসিঠাট্টা আমাদের স্কুল নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, সপ্তাহে কি করবো তার পরিকল্পনা নিয়ে। আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই, আমরা চুপচাপ। বাবা বললো, 'তোমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় পাইয়নি। আমি সবে প্যারিস থেকে ফিরছি। তোমাদের ঠাকুর্দার আঁকার তুলি, ব্রাশ, আরো কিছু জিনিস আনার ছিল। তিনি জানেন সেসব ব্যাপারে তিনি আমার ওপর ফরসা করতে পারেন।'

বাবার নতুন বিয়ে করা স্ত্রী পেপলাঁর সন্তান বার্নাড সম্বন্ধে আমাদের জানার ইচ্ছা করছিল তখন। পাবলিতো ও আমার মত বার্নাডও পিকাসো বংশের বৈধ সন্তান। কিন্তু বিষয়টা তুলতে আমরা ঠিক সাহস পেলাম না। বাবাও সে বিষয়ে মুখ খুলল না।

শেষে বিল মিটিয়ে দেবার জন্যে বাবা উঠে দাঁড়ালো। পকেটে রাখা নোটগুলো থেকে একশো ফ্রাঁ বার করলো। তারপর পাবলিতো কোক ছোঁয়নি দেখে অবাক হল।

'তুমি নিশ্চয়ই এটা ফেলে রেখে চলে যাবে না?' বাবা পাবলিতোকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল। পাবলিতো গ্লাস তুলে এক চুমুক সেটা শে, করলো। তারপর টয়লেটের দিকে ছুটলো। ও যখন ফিরে এলো, দেখলাম ওর চোখদুটো লাল হয়ে গেছে। সবটা কোক একসঙ্গে গেলার জন্যে বমি হয়ে গেছে। কিন্তু পাবলিতোর কান্না পেয়েছিল এমন বাবার জন্যে যে জানে না কেমন করে ভালোবাসতে হয়।

বেশ কয়েকবছর পরে আমাদের পড়াশানোর আর্থিক সাহায্যের জন্যে মা পিকাসোকে চিঠি লেখে। ঠাকুর্দার অ্যাটর্নি সেতর আনতেরিকেও মা এবিষয়ে চিঠি পাঠায় এবং যে স্কুলে মা আমাদের পাঠাতে চায় সেই কুর শাতোব্রিয়া স্কুলের ডিরেক্টরকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করে। ডিরেক্টর পিকাসোকে জানান আমাদের দুজনের জন্যে তিনি স্কুলে জায়গা রেখেছেন এবং তিনি পিকাসোর উত্তরের অপেক্ষায় আছেন। পিকাসো মাকে জানালেন, 'আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করো।' সেতর আবতেরির মাধ্যমে ঠাকুর্দা যে বন্দোবস্ত করলেন তাতে একটা ছোট বই-এর দোকান স্কুলের জন্যে আমাদের যে সব জিনিস সরবরাহ করার ভার পায় তার মধ্যে ছিল দুটো ইরেজার, দুটো রুলার, দুটো কম্পাস, দুটো বই, দুটো নোট বই...। ঠাকুর্দা সেই দোকানে যেসব জিনিসের তালিকা দেন তার বাইরে অন্য কিছু নেবার অনুমতি আমাদের ছিল না। অতিরিক্ত কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে হতবুদ্ধি অ্যাটর্নির সঙ্গে আমাদের পরামর্শ করতে হত।

কুর শাতোব্রিয়া ছিল এক উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিল বেশিরভাগই ধনী পরিবারের। তাদের সেখানে পাঠিয়ে বাবা-মারা খালাস হতেন। স্বাধীনভাবে হাত-পা ছড়িয়ে ডিভোর্স, ব্যভিচার বা আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করে সময় কাটাতেন। ছেলে-মেয়েরা তাঁদের নাম, যশ ও প্রতিপত্তি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সেখানে ঘানি টানতো।

স্কুলবর্ষের শুরুতে পাবলিতো ও আমাকে ডিরেক্টরের অফিসে তলব করে জানানো হল অনেকবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের ঠাকুর্দা গত তিনমাসের স্কুল ফি জমা দেননি। অপ্রীতিকর হলেও বিষয়টা যেন আমরা মাকেই জানাই। মা ডিরেক্টরকে লিখে জানালো, বিষয়টা আমার এক্তিয়ারের বাইরে; আপনারা পিকাসো ও তাঁর অফিসের লোকেদের সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।' দুমাস পরে আমাদের পুরো বছরের স্কুল ফি আগাম মিটিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তার পর থেকে বইপত্র আমাদের নিজেদেরই কিনতে হত। নতুন অনুরোধ নিয়ে মা আবার সবকিছু শুরু করলো। এভাবে পরিবারের বলির পাঁঠা হয়ে আমাদের তিতিবিরক্ত লাগতো।

১৯৬১ সালে ঠাকুর্দা মোজাঁয় একটা বিশাল খামারবাড়ি কেনেন। বাড়ির নাম রাখেন 'নখ-দাম দ্য ভি'। আশেপাশে অনেক ঘরবাড়ি হয়ে যাবার দরুণ লা ক্যালিফোর্নিতে থাকতে তিনি পছন্দ করছিলেন না। নথ-দাম দ্য ভি ছিল একটা বাংকারের মত, কাঁটা তার ও বিদ্যুৎ সঞ্চারিত বেড়ায় ঘেরা। ইনটারকমে কথা বলে আগন্তুকদের বেছে নেওয়া হত। সেই বাসস্থানের তত্ত্বাবদায়ক জ্যাকলিনের খুব ভেবেচিন্তে দেওয়া সময়ে আমাদের সেখানে যাওয়া প্রায় সরকারী, সাক্ষাৎকারের মত হয়ে দাঁড়ায়।

যে সামান্য কয়েকজন তখনো নথ দাম দ্য ভি-তে প্রবেশাধিকার পেত তাদের যেখানে অভ্যর্থনা করা হত, সেই বিশাল ভূগর্ভস্থ ঘরে আমরা সংকুচিতভাবে ঠাকুর্দার দিকে এগিয়ে গেলাম। সম্প্রতি পরতে শুরু করা চশমার পেছন থেকে ফসফরাসের মত দৃষ্টিতে ঠাকুর্দা আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের দেখে তিনি হাসলেন না বললেই চলে। পাবলিকোতে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুল কেমন হচ্ছে?' তারপর কি ভেবে বললেন, 'আর তোমাদের মা ম্যারিনা কেমন আছে?' আমরা কেবল মাথা নাড়লাম। এ প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দিতে পারি?

আমাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি জেজ্ঞস করলেন, 'তোমরা কি ছুটিতে কোথাও যাচ্ছো?'

পাবলিতো বলল, 'না'। তার গলা প্রায় বুজে যাচ্ছিল।

'ভালো... ভালো', কি রকম কৌশলে এড়িয়ে যাবার মত করে তিনি বললেন। আমাদের পড়াশোনা বা ছুটি কাটানোয় তাঁর কি আসে যায়? নিজের বাইরে আর কোন কিছুতে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল বলে মনে হত না।

জ্যাকলিন ছায়ার মত ঘরে ঢুকলেন। বাবার কাছে গিয়ে তার কানের কাছে ফিসফিস করে কি যেন বললেন। বাবা রিষণ্ণভাবে ঘাড় কাত করে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'ম্যারিনা, পাবলিতো' করুণ স্বরে বাবা বললো, 'আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে। পাবলোর এখন একা থাকা দরকার। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে উনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন।'

আর একবার মনে আছে সেখানে গিয়ে প্রথম ঠাকুর্দাকে বিষণ্ণ দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। আমি দেখেছিলাম ঠিক ক'মিনিট পরে জ্যাকলিন রোক– এখন মাদাম পিকাসো– আর একবার জানিয়ে দেন আমাদের চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে মার কাছ থেকে উপহার পাওয়া হাতঘড়িটা আমি বার বার দেখছিলাম। হঠাৎ যেন কষ্ট পেয়ে ঠাকুর্দা বললেন, 'তোমার কি বিরক্তি লাগছে?'

সেই প্রথম ঠাকুর্দাকে বেদনার্ত দেখলাম। মনে হল আসল ঠাকুর্দার মত তিনি মনে আঘাত পেয়েছেন। সেই সম্বোধনে বুঁদ হয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলাম। আমার তখন ভয় হচ্ছিল যে পিকাসোর আমাদের উপস্থিতিতে অসুবিধে হয় তিনি হয়তো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে স্নেহ - ভালোবাসার এই স্ফুলিঙ্গটাকে নিভিয়ে দেবেন। ঐ একটা মুহূর্ত আমার মনের মণিকোঠায় গাঁথা হয়ে আছে।

গ্রাম্মে পাবলিতো ও আমি স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করলাম। তারপর গল্ফ - গুঁয়ার ডালেরি হোমে আমি একটা কাজ পেলাম। সেখানে আমাকে একদল প্রতিবন্ধী শিশুকে দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়। তাদের আমি ঘুম থেকে জাগাতাম, স্নান করাতাম, পোষাক পরাতাম। তাদের খেতে সাহায্য করতাম, সব সময় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতাম। যারা একটুতেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তো তাদের হাতে মার খেয়েছি, পাস্তাভর্তি প্লেট তারা আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে। তাদের বকাঝকা করতে পারতাম না। যারা নিজেদের মলমূত্র খেয়ে ফেলতো তাদের হাতমুখ দুয়ে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে দিতাম। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। আমি হঠাৎ এ ধরনের কাল বেছে নিইনি। আসলে ডারোরি হোমে কাজ করার সময় নিজেকে কম একা লাগতো। হয়তো অবচেতনভাবে নিজেকে এইসব প্রতিবন্ধী শিশুর সমব্যাথী হবার প্রয়োজন বোধ করেছি যাতে নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি।

রবিবার, ৮ এপ্রিল, ১৯৭৩। ডালোরি হোমে আমি কাজ করছি। পরের শিফ্টের নার্স সবেমাত্র এসেছেন। এবার আমার ছুটি। আমি যখন বেরিয়ে আসচি তখন পাবলিতোকে ঢুকতে দেখলাম। সে তার মোপেডে এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ভাঙা গলায় কেঁদে ফেলল 'ঠাকুর্দা...ঠাকুর্দা মারা গেছেন।'

ঠাকুর্দা মৃত? বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি ভেঙে পড়লাম। টেলিভিশনে দেখলাম জার্নালিস্টদের ভিড়, নথ-দাম দ্য ভি- গেট, কাঁটাতারের বেড়া, পুলিশের গাড়ি। একজন বলছেন 'গতকাল তাঁর সেক্রেটারি রিগুয়েন জানালেন, পিকাসো তাঁর স্ত্রী জ্যাকলিনের হাতের উপর ভর দিয়ে বাগানে হেঁটেছেন। মিসেস পিকাসো কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না। দুঃখে বেদনায় তিনি অভিভূত। পারিবারিক চিকিৎসক তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখছেন।'

বাবার খোঁজ পেতে প্রায় একদিন লেগে গেল। পাবলিতোকে বাবা ফোনে জানালো, 'আগামীকাল অন্ত্যেষ্টিতে আসতে বারণ করেছেন। পরে অবার সব জানাবো।' পাবলিতো ক্রোধ ও ঘৃণায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। কথা বলার সময় তার গলায় কান্না উঠে আসছিল। সে বললো, 'আমি অবরোধ করবো, আমার ঠাকুর্দাকে অবশ্যই শেষবারের মত দেখবো। আমার অধিকার আছে। আমার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না...।' আমি পাবলিতোকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। তাকে বললাম, পাবলিতো, এতদিন ধরে তাঁকে দেখার, তাঁর সঙ্গে কথা বলার ঠিকমত অনুমতি আমরা পাইনি। এখন সবই বৃথা।' আমার পরামর্শ না শুনে পাবলিতো মোপেডে লাফিয়ে উঠে নথ-দাম দ্য ভি-র দিকে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে গেটে সে বেল বাজিয়েই চললো। কেউ উত্তর দিল না। হঠাৎ একজন গার্ড দুটো আফগান শিকারী কুকুর নিয়ে হাজির হল। সে চীৎকার করে পাবলিতোকে বলল, 'আপনি চলে যান। আপনার ঢোকার অনুমতি নেই। মাদাম পিকাসো জানিয়ে দিয়েছেন।'

পাবলিতো গোঁয়ারের মত তাকে বলল, 'আমি আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, দরজা খুলুন। আগামীকাল আমার ঠাকুর্দাকে সমাহিত করা হবে। তাঁকে আমি চিরবিদায় জানাতে চাই।' গার্ড তখনো চেঁচিয়ে বলল, 'চলে যান বলছি। এক্ষুনি না গেলে কুকুর লেলিয়ে দেব।' তারপর গেটের বাইরে এসে পাবলিতোর কাছ থেকে মোপেডটা কেড়ে নিয়ে পাশের খানায় ফেলে দিল।

তখন নথ-দাম দ্য ভি-র ভেতরে এমব্রয়ডারি করা একটি কালো হাতকাটা স্প্যানিশ কোট পরা অবস্থায় পিকাসোর শবদেহ কফিনের মধ্যে শায়িত। সেই কফিনের পাশে জ্যাকলিন ও আমার বাবা। দারোয়ানের চিৎকার তাদের কানে যায়নি।

পিকাসো একবার বলেছিলেন। 'আমি যখন মারা যাবো তখন একটা ডাহাজডুবি হবে। বড় জাহাজ ডোবার সময় বিশাল ঘূর্ণাবর্তে আশপাশের লোকেরা ভেসে যায়।' পিকাসোকে সমাধিস্থ করার দুদিন পরে আমার ভাই–আমার অবিচ্ছিন্ন সাথী–পাবলিতো ব্লিচিং খেয়ে আত্মহত্যা করে। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর আমার বাবা নিজেকে ভীষণভাবে অনাথ ভাবতে থাকে। দুবছর পরে বাবার মৃত্যু হয়। শিল্পী মারি-থেরস ওয়ালতার পিকাসোর মৃত্যুর পর কোন সান্ত্বনা খুঁজে না পেয়ে সুখাঁ-লে পাঁ তে তাঁর বাড়ির গারাজের ছাদ থেকে জলে পড়ে আত্মহত্যা করেন। পিকাসোর শেষ জীবনের সঙ্গী জ্যাকলিনও কপালে বুলেট চালিয়ে নিজের জীবন শেষ করেন। কয়েক বছর পরে পিকাসোর আঁকা অনেক ছবিতে পরিবেষ্টিত হয়ে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে মারা যান। পিকাসোর কোন ছবি তিনি বিক্রি করতে চাননি কেননা যাঁকে তিনি উপাসনার আসনে বসিয়েছিলেন তাঁর উপস্থিতি তিনি এভাবেই সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

এতগুলো মৃত্যুর পর ঠাকুর্দার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে তাদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা হয়। ভালোবাসা ভিক্ষা ও একটু মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় যার শৈশব কেটেছে, যার পকেটে একটা সেন্টও কখনো থাকতো না, 'পিকাসো' নামটা যে সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে চাইতো, যার কিছুই ছিল না আর যে হারিয়েছিল সবকিছুই সেই আমার পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাওয়া অনেকটা স্তম্ভিত হবার মত। আমার অংশের মধ্যে ছিল ঠাকুর্দার আঁকা কতগুলো পেনটিং, ড্রইং আর কিছু চীনেমাটির পাত্র। এই জিনিসগুলো অনেকবছর মাটির নিচের একটা ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। পরে সেগুলো আবার নেড়েচেড়ে দেখেছি। যা আমি কখনো আশা করিনি, যা এতদিন ধরে আমার দুই ভাইবোনকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, সেই লা ক্যালিফোর্নি-ই আমাকে দেওয়া হল– এখন কেউ আর সেখান থেকে আমাকে চলে যেতে বলবে না।